দৈনিক
আজকালের খবর
Date: 03-05-2016 Page: 08, Col: 6-7 Size: 18 Col*Inc

রফতানি আয়ের কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জনে শ্রমিকের দক্ষতা বাড়ানো জরুরি

● আজকালের খবর প্রতিবেদক

রফতানি আয়ে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জনে শ্রমিকদের দক্ষতা বাড়ানো জরুরি বলে জানিয়েছে দাতা সংস্থা বিশ্বব্যাংক। সোমবার বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশের পোশাক খাত বিশ্বব্যাংকের এক গবেষণা প্রতিবেদনে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমান, বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর কিমিয়াও ফান, অর্থনীতিবিদ ড. জায়েদ বখত, সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান, বিজিএমইএ সভাপতি এম. সিদ্দিকুর রহমান, বিল্ডের প্রেসিডেন্ট এম. আসিফ ইব্রাহিম ও বিআইডিএসের মহাপরিচালক ড. কে এ এস মুরশিদ। এ সময় অনুষ্ঠানের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সংস্থাটির লিড ইকোনমিস্ট গ্লাডিজ লোপেজ আচিভিডো।

বিশ্বব্যাংক বলছে, মার্কিন বাজারে চীনের পণ্যে দাম ১০ শতাংশ বাড়লে বাংলাদেশে ৪ দশমিক ২২ শতাংশ কর্ম কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। তবে এজন্য বাংলাদেশকে তৈরি পোশাকের উৎপাদনশীলতা, পণ্যের মান, বিশ্বাসযোগ্যতা, উন্নত কর্ম পরিবেশ এবং অন্যান্য কমপ্ল্যায়েন্স নীতিমালার উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

গবেষণায় বলা হয়, চীনের পরে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার চার দেশের মধ্য সর্বোচ্চ তৈরি পোশাক রফতানিকারক দেশ। এশিয়ায় চীন একক হিসাবে ৪১ শতাংশ তৈরি পোশাক রফতানি করে থাকে। এর পরের অবস্থান বাংলাদেশর ৬ দশমিক ৪ শতাংশ। এছাড়া ভারত সাড়ে ৩ শতাংশ, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা রফতানি করছে ১.২ শতাংশ করে এবং অন্যরা পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

রফতানি আয়ের কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জনে

শেষ পৃষ্ঠার পর

করছে ৪৬.৭ শতাংশ। এ হিসেবে বাংলাদেশ হলো এ অঞ্চলের দ্বিতীয় বৃহত্তম রফতানিকারক দেশ। প্রতিবেদনে বলা হয়, বিশ্ববাজারে পোশাক রফতানির হার বাংলাদেশের সামান্য বেড়েছে। তবে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় পিছিয়ে আছে। বিশ্বক্রেতাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হলো এখানে নন কস্ট ফ্যাক্টরগুলোর উন্নতি ঘটাতে হবে। সফলভাবে এ খাতে সংস্কার কার্যক্রম বাংলাদেশের রফতানি বাড়াতে ও অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করবে। বাংলাদেশের মোট রফতানির ৮৩ শতাংশ আসছে পোশাক রফতানি থেকে। স্থানীয় কোম্পানির অধীনে এই শিল্প। কিন্তু সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) কেন্দ্রীয়ভাবে এই শিল্পে ভূমিকা পালন করতে পারে। অনুষ্ঠানে ড. মসিউর রহমান বলেন, শ্রমিকের কম মজুরি ২ থেকে ৩ বছর বেশি সময় সুবিধা দেবে না। ভবিষ্যতে বিশ্ববাজারে টিকতে হলে অন্যান্য বিষয়গুলো ভাবতে হবে। শ্রমিকের অদক্ষতা পূরণে কাজ করতে হবে। সরকার পলিটেকনিকসহ বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দক্ষতা বৃদ্ধির কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। তিনি বলেন, সরকার প্রণোদনার ব্যবস্থা করে বেসরকারি খাতের উচিত হলো সরকারি উদ্যোগ খাতে বাস্তবায়ন হয়। দক্ষতার কতো প্রয়োজন এ বিষয়ে তথ্যেও ঘাটতি রয়েছে। এখানে বিদেশিরা অনেক বেশি বেতনে পোশাক খাতে চাকরি করছে। এই মানসিকতার পরিবর্তন করে শ্রমিকের দক্ষতার উন্নয়ন করতে হবে।

ড. জায়েদ বখত বলেন, বিশ্বব্যাংক বলছে কারখানায় কর্ম পরিবেশ উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে। প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়লে কর্ম সংস্থান কিভাবে বাড়বে তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। নারীদের ক্ষমতায়ন সুযোগ রয়েছে এই খাতে। এজন্য বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে নিতে হবে। তবেই মধ্য আয়রে যে স্বপ্ন দেখা হচ্ছে তা অর্জন হবে। বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর চিমিও ফান বলেন, বাংলাদেশ প্রতিবছর ২ মিলিয়ন মানুষ শ্রমবাজারে প্রবেশ করেছে। তাদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা খুবই কষ্টকর ও চ্যালেঞ্জের বিষয়। তবে পোশাক খাতে কর্মসংস্থান বাড়ানোর ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। তিনি বলেন, নারী শ্রম শক্তির একটি বড় অংশ তৈরি পোশাক খাতের সঙ্গে যুক্ত। নারীর ক্ষমতায়নে পোশাকের দাম বৃদ্ধি বাংলাদেশের জন্য একটি বড় সুযোগ তৈরি করেছে। তবে এ ক্ষেত্রে ভ্যালু চেইন এবং বেটার কর্মসংস্থান তৈরিতে বেশ কিছু বাধা রয়েছে– এগুলো হচ্ছে রফতানি বাধা, সামাজিক স্টান্ডার্ড ইত্যাদি। ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, রানা প্লাজা ধসের পর কারখানা নিরাপত্তা একটি বড় বিষয় হয়ে সামনে এসেছে। চীন বিশ্বে পোশাক রফতানি করছে ৪০ শতাংশ আর বাংলাদেশ মাত্র ৬ শতাংশ বাজার দখল করেছে। এর মধ্যে একটা বড় গ্যাপ রয়েছে। চীনে কমপক্ষে ১০ শতাংশ শ্রমের মজুরি বেড়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে গত দশ বছরে ৩ বার শ্রমিকদের বেতন বেড়েছে। কিন্তু তারপরও কাঙ্ক্ষিত হারে বাড়েনি। তিনি বলেন, বাজার ও পণ্য বহুমুখী করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে দেখা যায় ভারত ও ভিয়েতনাম মার্কিন বাজারে জিরো ট্যারিফ সুবিধা ভোগ করে, যেখানে বাংলাদেশকে ১৫ শতাংশ ট্যারিফ দিয়ে রফতানি করতে হয়। এটা বৈষম্যমূলক।

আলোকিত বাংলাদেশ
The Daily Alokito Bangladesh

Date:03-05-2016 Page 03, Col 6-7 Size: 08 Col*Inc

বিআইডিএস ও বিশ্বব্যাংকের গবেষণা

কম মজুরির সুবিধা বেশি দিন পাবে না বাংলাদেশ

● নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশে নিম্ন মজুরি হারের সুবিধা সবসময় অব্যাহত থাকবে না বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। তারা বলছেন, এ সুবিধা বাংলাদেশের শ্রমিকরা বেশি দিন দেবেন না। তিন বছর পর বিশ্ববাজারে টিকে থাকতে হলে অন্য বিষয়গুলোও ভাবতে হবে। দীর্ঘমেয়াদে কম মজুরি সুবিধা টেকসই হবে না। দক্ষতার শূন্যতা পূরণে কাজ করতে হবে। সরকারকে পলিটেকনিকসহ বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দক্ষতা বাড়াতে হবে।

বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) যৌথ প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। সোমবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বিআইডিএস সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমান। বিআইডিএস মহাপরিচালক ড. কে এম মুর্শিদের সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর চিমিয়াও ফান, বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান ও পোশাক খাতের উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিজিএমইএ সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান।

অনুষ্ঠানে বলা হয়, চীনে তৈরি পোশাকের দাম ১ শতাংশ বাড়লে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের ১ দশমিক ৩৬ শতাংশ পোশাকের চাহিদা বাড়বে। ফলে বাংলাদেশের পোশাক খাতের রফতানি বাড়ানোর ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। এক্ষেত্রে নীতি কৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে শ্রমিকদের নিরাপত্তা, অধিকার ও রফতানিপণ্য বহুমুখী করার মাধ্যমে রফতানি বাড়ানো যেতে পারে। সেই সঙ্গে পোশাক খাতে তিনটি বিষয় গুরুত্ব দিতে হবে বলে জানানো হয়েছে প্রতিবেদনে।

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন
Date:03-05-16 Page: 12 Col:2-4 Size: 18.5 Col*Inc

চীন দাম বাড়ালে যুক্তরাষ্ট্রে চাহিদা বাড়বে বাংলাদেশি পোশাকের

নিজস্ব প্রতিবেদক

বিশ্বব্যাংক ও বিআইডিএসের গবেষণা

এই মুহূর্তে চীন তাদের তৈরি পোশাকের দাম বাড়ালে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের চাহিদা বাড়বে। চীনে যদি তৈরি পোশাকের ১ শতাংশ উৎপাদন ব্যয় বাড়ে, আর তারা সে হারে রপ্তানি মূল্য বাড়ায়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের ১ দশমিক ৩৬ শতাংশ পোশাকের চাহিদা বাড়বে। এ ছাড়া বাংলাদেশে ১ শতাংশ পোশাক উৎপাদন বাড়লে শূন্য দশমিক ৩ শতাংশ থেকে শূন্য দশমিক ৪ শতাংশ কর্মসংস্থান বাড়বে। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে চীনের তৈরি করা পোশাকের দাম ১০ শতাংশ বাড়লে বাংলাদেশে পুরুষ-নারীর কর্মসংস্থান বাড়বে ৪ শতাংশ। বিশ্বব্যাংক বলছে, চীনে শ্রমিকের মজুরি বেড়ে যাওয়ার ফলে পোশাক খাতে রপ্তানি বাড়াতে বাংলাদেশের সামনে এক অফুরন্ত সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। তবে এ সুযোগ ও সম্ভাবনা কাজে লাগাতে হলে প্রয়োজন পোশাকশিল্পে বিদ্যমান নীতি-কৌশল পরিবর্তন, শ্রমিকদের জন্য কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা আর পোশাক কারখানার অবকাঠামোর উন্নয়ন।

'দক্ষিণ এশিয়ায় তৈরি পোশাক খাতে কর্মসংস্থান, বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনটি গতকাল ঢাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়। রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান—বিআইডিএসের সম্মেলন কক্ষে প্রতিবেদনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি গ্লেডস লোপেজ অ্যাচেবেদো। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থবিষয়ক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমান। অন্যদের মধ্যে ঢাকায় নিযুক্ত বিশ্বব্যাংকের আবাসিক প্রতিনিধি চিমিয়াও ফান, বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ—সিপিডির নির্বাহী এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

চীন দাম বাড়ালে

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান, বিজিএমইএ'র সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান, বিল্ডের চেয়ারম্যান আসিফ ইব্রাহীম বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিআইডিএস মহাপরিচালক কে এ এস মুরশিদ। এতে বলা হয়, পোশাক রপ্তানিতে শীর্ষে থাকা চীনে ক্রমেই মজুরির হার বেড়ে যাওয়ায় দেশটি এ খাত থেকে সরে গিয়ে প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ বাড়াচ্ছে। পোশাক রপ্তানিতে ৪১ শতাংশ দখল করে রাখা চীন এ শিল্প থেকে সরে গেলে দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা বাংলাদেশ পোশাক রপ্তানি বাড়াতে কতটা প্রস্তুত? কম মজুরি সত্ত্বেও বাংলাদেশ কি পোশাক রপ্তানিতে প্রথম স্থানে যেতে সক্ষম? এসব বিষয় নিয়ে করা বিশ্বব্যাংকের এক গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা গেছে, চীনে যদি তৈরি পোশাকের ১ শতাংশ উৎপাদন ব্যয় বাড়ে, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের ১ দশমিক ৩৬ শতাংশ পোশাকের চাহিদা বাড়বে। এজন্য বাংলাদেশের প্রয়োজন পণ্যের বহুমুখীকরণ এবং নির্দিষ্ট কয়েকটি দেশের ওপর নির্ভরশীল না থেকে নতুন নতুন দেশে বাজার খোঁজা। একই সঙ্গে শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে দক্ষতার যে ঘাটতি রয়েছে, তা পূরণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ওই গবেষণা প্রতিবেদনে। ড. মসিউর রহমান মনে করেন, বাংলাদেশের সস্তা শ্রমের মাধ্যমে পোশাক রপ্তানি বাড়ালে তা হবে সাময়িক সুবিধা। দীর্ঘমেয়াদি সুবিধা হবে না, তা টেকসই হবে না। তার মতে, বাংলাদেশের সস্তা শ্রমের মাধ্যমে পোশাক রপ্তানির ওপর নির্ভরশীলতা ঠিক হবে না। বরং এখানে দক্ষতার যে অভাব রয়েছে, তা পূরণ করতে হবে। শ্রমিক ও কারখানার ব্যবস্থাপনায় যেসব অদক্ষতা ও ঘাটতি রয়েছে, সেগুলো পূরণ করতে পারলে এমনিতেই পোশাক রপ্তানি বেড়ে যাবে। এজন্য দেশের টিটিসি ও কারিগরি ইনস্টিটিউট বাড়ানো দরকার। মসিউর রহমান আরও বলেন, 'আমাদের দেশের পোশাক কারখানাগুলোর মান তেমন ভালো নয়। অপর্যাপ্ত। এসব কারখানার অবকাঠামো উন্নয়ন করা জরুরি।' চিমিয়াও ফান বলেন, বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০ লাখ মানুষ চাকরির বাজারে ঢুকছে। কিন্তু চাহিদা অনুযায়ী তাদের চাকরি দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। সবাইকে চাকরি দেওয়া চ্যালেঞ্জও বটে। তিনি বলেন, সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে পোশাক খাতে রপ্তানির হার আগামী পাঁচ বছরে দিগুণ করার। তবে এ খাতে নারীর অংশগ্রহণ আরও বাড়ানো এবং তাদের ক্ষমতায়ন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পোশাকশিল্পে নারীর কর্মসংস্থান আরও বাড়াতে হবে। চিমিয়াও ফান আরও বলেন, চীনে পোশাক খাতে খরচ বেড়ে যাওয়ায় বাংলাদেশের জন্য নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। সিদ্দিকুর রহমান বলেন, ২০২১ সালের মধ্যে পোশাক খাতে রপ্তানি ৫০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। এটি অর্জন সম্ভব। তিনি বলেন, '২০১৩ সালে রানা প্লাজা ভবন ধসের পর আমরা পোশাক কারখানায় আমূল সংস্কার এনেছি। সামগ্রিক কারখানার কর্মপরিবেশ ভালো নয় বলে বিশ্বব্যাংক থেকে যে অভিযোগ করা হয়েছে, তা সঠিক নয়।' তবে ২০২১ সালের মধ্যে রপ্তানি ৫০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করতে গ্যাসের সুবিধা নিশ্চিত করার দাবি জানান তিনি।

বণিক বার্তা
Date:03-05-2016 Page 16 Col 1-3 Size: 27 Col*Inc

পোশাক খাত নিয়ে বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন

পণ্যের মানে প্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে পিছিয়ে বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

তৈরি পোশাকের রফতানি বাজারের ৪১ শতাংশ দখল করে আছে চীন। বাজার দখলে দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা বাংলাদেশের অংশ ৬ দশমিক ৪ শতাংশ। মজুরি বৃদ্ধির ফলে পোশাকের বৈশ্বিক বাজারে চীনের অংশ কমে আসছে। বাজার দখলের এ সুযোগ কাজে লাগাতে এগিয়ে আসছে বাংলাদেশসহ এশিয়ার দেশগুলো। তবে পণ্যের মানের বিচারে প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ বিশেষ করে ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার চেয়ে পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ।

'স্টিচেস টু রিচেস: অ্যাপারেল এমপ্লয়মেন্ট, ট্রেড অ্যান্ড ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট ইন সাউথ এশিয়া' শীর্ষক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে বিশ্বব্যাংক। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) সঙ্গে যৌথভাবে গতকাল এ প্রতিবেদন প্রকাশ করে সংস্থাটি।

চীন থেকে সরে আসা বাজার ধরার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে প্রতিবেদনে। এতে বলা হয়েছে, চীনে তৈরি পোশাকের দাম যদি ১ শতাংশ দাম বাড়ে তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশে তৈরি পোশাকের চাহিদা বাড়বে ১ দশমিক ৩৬ শতাংশ। এর প্রভাবে বাংলাদেশের পোশাক কারখানাগুলোয় নারী শ্রমিকের চাহিদা বাড়বে দশমিক ৪৪ শতাংশ। আর চীনে পোশাকের দাম ১০ শতাংশ বাড়লে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারের চাহিদা মেটাতে বাংলাদেশের পোশাক কারখানাগুলোয় পুরুষ ও নারী শ্রমিকের কর্মসংস্থান বাড়বে ৪ শতাংশ।

তবে এ সম্ভাবনা কাজে লাগাতে বেশকিছু বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে বিশ্বব্যাংক। নীতিগত কৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে সার্বিক মানসহ শ্রমিকদের নিরাপত্তা, অধিকার ও রফতানি পণ্য বহুমুখীকরণের ওপর জোর দিয়েছে সংস্থাটি। পাশাপাশি শ্রমিক ও মধ্যবর্তী ব্যবস্থাপকদের দক্ষতা, কারখানার অবকাঠামো এবং সামাজিক ও পরিবেশগত কমপ্লায়েন্স ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের তাগিদ দেয়া হয়েছে।

গতকাল প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর চিমিয়াও ফান বলেন, বাংলাদেশের পোশাক খাত নারীর কর্মসংস্থানের মাধ্যমে একটি ক্রমবর্ধমান শ্রমবাজারের গল্প তুলে ধরছে। পোশাকের বৈশ্বিক বাজারে চীনের সম্ভাবনা কমে আসছে। এটা বাংলাদেশের জন্য অনেক বড় সম্ভাবনা। আর এ সম্ভাবনা কাজে লাগাতে বাংলাদেশকে পণ্যের মান, গ্রহণযোগ্যতা, শ্রমিকের নিরাপত্তা ও নীতির উন্নয়ন ঘটিয়ে ক্রেতার চাহিদা পূরণ করতে হবে।

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নন-কস্ট এরিয়াগুলোয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার তুলনায় দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিযোগিতা সক্ষমতা কম। ক্রেতাদের দেয়া মতামতের ভিত্তিতে প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে, পণ্যের মানের বিচারে ১ থেকে ৬ নং অবস্থানে থাকা দেশগুলো হলো— চীন, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, কম্বোডিয়া, বাংলাদেশ ও ভারত। লিডটাইম ও আস্থার বিচারে প্রথম ছয়টি দেশ হচ্ছে— চীন, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, কম্বোডিয়া, বাংলাদেশ ও ভারত। সোস্যাল কমপ্লায়েন্স ও সাসটেইনিবিলিটির বিচারে প্রথম থেকে ষষ্ঠ অবস্থানে থাকা দেশগুলো হলো যথাক্রমে ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, চীন, কম্বোডিয়া, ভারত ও বাংলাদেশ।

তবে প্রতিবেদনের কিছু বিষয়ের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন তৈরি পোশাক শিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান। গতকালের অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, পণ্যের মান বিবেচনায় আলোচ্য ছয়টি দেশের মধ্যে আমরা পঞ্চম। অর্থাৎ মানের দিক থেকে আমরা পিছিয়ে আছি, যা সঠিক নয়। এ কথা ঠিক যে, আমরা বেসিক পণ্য বেশি উৎপাদন করি, তবে আমরা যাই উৎপাদন করি না কেন, আমাদের পণ্যের মান আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত, যার জন্যই এতসব চ্যালেঞ্জের মধ্যেও ক্রেতারা মেড ইন বাংলাদেশ পোশাক কেনেন। যার ফলে আমরা ২৬ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলার আয় করছি। তবে কমপ্লায়েন্স ও সাসটেইনিবিলিটির বিষয়ে ক্রেতারা আমাদের ওপর অতটা সন্তুষ্ট নয়, যতটা সন্তুষ্ট তারা চীন, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া ও কম্বোডিয়ার ওপর। বাস্তবতা হলো— বাংলাদেশ একমাত্র দেশ, যেখানে আমরা আইএলও, ক্রেতাপ্রতিষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক সব সংস্থার সঙ্গে একযোগে কাজ করছি নিরাপদ কর্মপরিবেশের জন্য।

প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশ থেকে বিশ্ববাজারে পোশাক রফতানির হার সামান্য বেড়েছে। তার পরও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় পিছিয়ে আছে। এখানে নন-কস্ট ফ্যাক্টরগুলোর উন্নতি ঘটানো ক্রেতাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। সফলভাবে এ খাতে সংস্কার কার্যক্রম বাংলাদেশের রফতানি

এরপর ›› পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

পণ্যের মানে প্রতিদ্বন্দ্বীদের

শেষ পৃষ্ঠার পর

বাড়াতে ও অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করবে। বাংলাদেশের মোট রফতানির ৮৩ শতাংশ আসছে পোশাক রফতানি থেকে। স্থানীয় কোম্পানিগুলোর অধীনে এ শিল্প। কিন্তু সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ (এফডিআই) কেন্দ্রীয়ভাবে এ শিল্পে ভূমিকা পালন করতে পারে।

রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বিআইডিএস সম্মেলন কক্ষে প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক-বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমান। তিনি বলেন, কম মজুরি সুবিধা শ্রমিকরা সবসময় দেবে না। ২ থেকে ৩ বছর পর বিশ্ববাজারে টিকে থাকতে হলে অন্য বিষয়গুলো নিয়েও ভাবতে হবে। দীর্ঘমেয়াদে কম মজুরি সুবিধা টেকসই হবে না। দক্ষতার শূন্যতা পূরণে কাজ করতে হবে। সরকার পলিটেকনিকসহ বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দক্ষতা বৃদ্ধির কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। সরকারের প্রচেষ্টা আছে, বেসরকারি উদ্যোগ জোরেশোরে হলে দক্ষতার এ গ্যাপ কমে আসবে।

ড. মসিউর রহমান বলেন, দক্ষতার চাহিদার বিষয়ে তথ্যের ঘাটতি রয়েছে। এখানে বিদেশীরা অনেক বেশি বেতনে চাকরি করছেন। কিন্তু দক্ষতার উন্নয়ন করা গেলে আমাদের শ্রমিকদের দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রফতানি করাও সম্ভব হবে।

বিআইডিএস মহাপরিচালক ড. কেএএস মুর্শিদ বলেন, পোশাক খাতে শ্রমিক অধিকার ও বেতনবৈষম্য নিয়ে আলোচনার সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে অন্যতম চ্যালেঞ্জ হলো— নিরাপত্তা ও শ্রম অধিকার নিশ্চিত করা।

ড. জায়েদ বখত বলেন, কারখানায় কর্মপরিবেশ উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর কথা বলছে বিশ্বব্যাংক। প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়লে কর্মসংস্থান কিভাবে বাড়বে তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। নারীদের ক্ষমতায়নের সুযোগ রয়েছে এ খাতে। এজন্য বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে নিতে হবে। তবেই মধ্যম আয়ের যে স্বপ্ন দেখা হচ্ছে, তা বাস্তবে রূপ পাবে।

বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, রানা প্লাজা ধসের পর কারখানার নিরাপত্তা একটি বড় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। চীন তৈরি পোশাকের বাজারের ৪০ শতাংশ দখল করে আছে আর বাংলাদেশের দখলে রয়েছে মাত্র ৬ শতাংশ। এর মধ্যে একটা বড় গ্যাপ রয়েছে। চীনে শ্রমের মজুরি বেড়েছে সর্বনিম্ন ১০ শতাংশ। কিন্তু বাংলাদেশে গত ১০ বছরে তিনবার শ্রমিকের মজুরি বেড়েছে। তার পরও কাঙ্ক্ষিত হারে বাড়েনি। বাজার ও পণ্য বহুমুখী করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে দেখা যায়, ভারত ও ভিয়েতনাম মার্কিন বাজারে জিরো ট্যারিফ সুবিধা ভোগ করে, যেখানে বাংলাদেশকে ১৫ শতাংশ ট্যারিফ দিয়ে রফতানি করতে হয়। এটা বৈষম্যমূলক।

daily sun
TRUE & IMPARTIAL
Date:03-05-2016 Page 16,Col 2-4 Size:31.5 Col*Inc

Opportunities Abound for China's Gradual Exit

Improve RMG quality, create more jobs: WB

STAFF CORRESPONDENT

Bangladesh has to address non-cost factors to seize an opportunity stemming from the shifting of expansive apparel business from giant China due to increasing prices, says a World Bank report.

The country's $26b clothing exports can create more and better jobs if it makes improvements in productivity, product quality and reliability, and by enforcing better safety conditions and other compliance policies.

The WB report styled 'Stitches to Riches: Apparel Employment, Trade and Economic Development' was launched jointly with Bangladesh Institute of Development Studies at a function in BIDS Auditorium.

Bangladesh is the second-largest ready-made garment exporter after China with a 6.4 per cent global apparel market share and also the largest player in South Asia.

China's RMG industry, having 41 per cent global market slice, is shifting as wages there is on the rise and it is now focusing on highly value-added products.

Bangladesh with its low-price advantage is widely considered to grab the chance, but the report suggests that Bangladesh has to face challenges posed by its other competitors, mostly from Southeast Asia.

It has steadily increased its share of apparel trade above the global average and greater than China but lower than that of the Southeast Asian nations.

The report highlights that the South Asian emerging tiger has to work on issues other than prices which are now important to global buyers and retailers.

Successfully implementing reforms will help Bangladesh increase exports and capture more jobs from China's gradual exit from the clothing market and compete with Vietnam, Cambodia and Indonesia.

Page 15 Col 6

Improve RMG quality, create more jobs

From Page 16

For the US market, a 10 per cent increase in Chinese apparel prices would increase apparel employment in Bangladesh by 4.22 per cent, the report said.

"The apparel industry is extremely important to Bangladesh's economy, accounting for 83 per cent of total exports. The potential decrease in Chinese exports presents a huge opportunity for Bangladesh if it can meet buyers' requirements for cost, quality, lead time, reliability and compliance with safety standards and other policies," said WB Country Director Qimiao Fan.

Local apparel firms produce large quantities of clothing at low costs, largely due to its low-wage rates. Firms mostly specialise in low-value and mid-market price segment apparels—trousers, knit and woven shirts, sweaters or sweatshirts—and have not penetrated the high-end clothing markets so far.

"Competition is increasing in the global apparels market with buyers moving towards greater consolidation in sourcing decisions and the impending approval of the Trans-Pacific Partnership," said Gladys Lopez-Acevedo, report co-author and a lead economist for the World Bank.

Bangladesh should capitalise on its position as a regional leader and implement policies to improve its product quality and focus on sustaining creation and expansion of good jobs, bringing more women into the workforce and diversifying its products and end markets to boost skills and value, she added.

The WB report suggested that Bangladesh has many policy options to increase export volumes. For improved product quality and diversity, reducing import barriers to man-made fibres is essential.

Bonded warehouses, duty drawback, cash subsidy and export processing zones could also help, it mentioned.

To improve compliance and safety standards, one potential option can be to encourage relocation of firms into EPZs, the report suggested.

Speaking on the occasion, Centre for Policy Dialogue executive director Prof Mustafizur Rahman warned that Bangladesh might lose the 'China Plus One' opportunity to its South-eastern competitors if it does not focus on market and product diversification and enhancing productivity.

Dr Mashiur Rahman, economic policy wonk of the premier, said low-wages have a disguised advantage as buyers are still interested in Bangladeshi apparels because of their low prices which are supported by low wages.

Bangladesh has to work on narrowing skill gaps among RMG workers for which the government is setting up new technical institute alongside enhancing capacity of the existing ones.

The adviser called the private sector for playing a proactive role in developing RMG workers' skill for which the government will provide necessary support.

Dhaka Tribune

Date:03-05-2016 Page 01 Col 4-5 Size: 20 Col*Inc

WB: Chinese wage hike boon for BD women

WB: Chinese wage hike boon for BD women

Ibrahim Hossain Ovi

Rising Chinese wages could have favourable impacts on Bangladesh's female workers, with a 1% increase in Chinese apparel prices raising Bangladeshi firm's demands for female labour by 0.44%, a World Bank report has said.

A 1% increase in expected wages in Bangladesh's readymade garment sector would make it 30.6% more likely for women to join the labour force, said a report titled Stitches to Riches: Apparel Employment, Trade, and Economic Development in South Asia that was released at a programme in Dhaka yesterday afternoon.

It said the US demand for Bangladeshi apparel exports could go up by 1.36% for every percent increase in Chinese wages.

At the programme, World Bank Country Director for Bangladesh Qimiao Fan said: "The apparel sector in Bangladesh tells a remarkable

>>PAGE 2 COLUMN 4

story of women's empowerment by significantly increasing female participation in the labour sector."

The study found that apparel production was fairly mobile and responsive to price changes.

If Chinese prices increase 10%, US imports from South Asia would increase by 13-25% depending on the country. For Southeast Asia this would be 37-51% depending on the country, the study found.

For Bangladesh, if Chinese prices or wages rose by 10 percent under current policies, employment would rise in parts of the sector providing to the US market, by 4.22 percent for males and 4.39 percent for females.

But for the EU market, apparel employment would drop by 0.74 percent for males and 0.77 percent for females.

To increase the apparel sector's potentials to create jobs, the World Bank suggested that the industry strengthen the value chain by improving productivity and adopting policies such as additional incentives and transparency to attract more FDI and ensure access to buyers and additional capital.

The global lender also suggested improving quality and product diversity by reducing import barriers to man-made fibres, upgrading compliance and reliability by ensuring that social policies such as safety conditions in Export Processing Zones (EPZs) are enforced and encouraging firms to relocate to EPZs.

Commenting on product diversity of Bangladesh, the World Bank said that it is a primary destination for basic commodity items produced in long runs, predominately made from cotton including trousers, knit and woven shirts and sweaters. Firms mostly specialised in low value and mid market priced apparel and have not penetrated the high end apparel market.

The analysis of labour demand showed that the number of jobs created in response to higher demand for exports in the garments industry was higher than in other sectors like agriculture. The report also said there was a wage premium in the RMG sector versus agriculture.

If apparel wages remain higher than in sectors like agriculture, apparel holds the potential to increase female labour force participation, which, in turn, would be good for development.

As of 2012 data, Bangladesh has the largest apparel export industry of the four South Asian countries at $22.8 billion, and the largest market share at about 6.4% of global apparel exports. The apparel industry is also extremely important to the economy, accounting for 83% of total exports.

The industry is considered a "growth supplier" like Pakistan – rather than a "stable supplier" like India and Sri Lanka – in that it has increased export value and global market share since the early 1990s.

China revises its minimum wages upwards at least once every two years. Last year average income for industrial workers grew by 7.4%. However, the Chinese government has been mulling freezes on the wage growth due to economic slump.

ইনকিলাব
Date:03-05-2016 Page: 16 Col:6-7 Size:18 Col*Inc

রফতানি আয়ে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জনে শ্রমিকদের দক্ষতা বাড়ানো জরুরি

–বিশ্বব্যাংক

অর্থনৈতিক রিপোর্টার

রফতানি আয়ে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জনে শ্রমিকদের দক্ষতা বাড়ানো জরুরি বলে মনে করে দাতা সংস্থা বিশ্বব্যাংক। বিশ্বব্যাংক বলছে, মার্কিন বাজারে চীনের পণ্যে দাম ১০ শতাংশ বাড়লে বাংলাদেশে ৪ দশমিক ২২ শতাংশ কর্ম কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। তবে এজন্য বাংলাদেশকে তৈরি পোশাকের উৎপাদনশীলতা, পণ্যের মান, বিশ্বাসযোগ্যতা, উন্নত কর্মপরিবেশ এবং অন্যান্য কমপ্ল্যায়েন্স নীতিমালার উন্নয়ন ঘটাতে হবে। গতকাল সোমবার বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশের পোশাক খাত বিশ্বব্যাংকের এক গবেষণা প্রতিবেদনে এই তথ্য প্রকাশ করা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমান, বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর পৃঃ ৫ কঃ ১

রফতানি আয়ে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জনে

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

কিমিয়াও ফান, অর্থনীতিবিদ ড. জায়েদ বখত, সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান, বিজিএমইএ সভাপতি এম. সিদ্দিকুর রহমান, বিল্ডের প্রেসিডেন্ট এম. আসিফ ইব্রাহিম ও বিআইডিএসের মহাপরিচালক ড. কেএএস মুরশিদ। এসময় অনুষ্ঠানের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সংস্থাটির লিড ইকোনমিস্ট গ্লাডিজ লোপেজ আচিভিডো।

গবেষণায় বলা হয়, চীনের পরে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার চার দেশের মধ্য সর্বোচ্চ তৈরি পোশাক রফতানিকারক দেশ। এশিয়ায় চীন একক হিসাবে ৪১ শতাংশ তৈরি পোশাক রফতানি করে থাকে। এর পরের অবস্থান বাংলাদেশর ৬ দশমিক ৪ শতাংশ। এছাড়া ভারত সাড়ে ৩ শতাংশ, পাকিস্তান ও শ্রীলংকা রফতানি করছে ১ দশমিক ২ শতাংশ করে এবং অন্যান্যরা করছে ৪৬ দশমিক ৭ শতাংশ। এ হিসাবে বাংলাদেশ হলো এ অঞ্চলের দ্বিতীয় বৃহত্তম রফতানিকারক-দেশ।

প্রাতবেদনে বলা হয়, বিশ্ববাজারে পোশাক রফতানির হার বাংলাদেশের সামান্য বেড়েছে। তবে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় পিছিয়ে আছে। বিশ্বক্রেতাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হলো এখানে নন কস্ট ফ্যাক্টরগুলোর উন্নতি ঘটাতে হবে। সফলভাবে এ খাতে সংস্কার কার্যক্রম বাংলাদেশের রফতানি বাড়াতে ও অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করবে। বাংলাদেশের মোট রফতানির ৮৩ শতাংশ আসছে পোশাক রফতানি থেকে। স্থানীয় কোম্পানির অধীনে এই শিল্প। কিন্তু সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) কেন্দ্রীয়ভাবে এই শিল্পে ভূমিকা পালন করতে পারে।

অনুষ্ঠানে ড. মসিউর রহমান বলেন, শ্রমিকের কম মজুরি ২ থেকে ৩ বছর বেশি সময় সুবিধা দেবে না। ভবিষ্যতে বিশ্ব বাজারে টিকতে হলে অন্যান্য বিষয়গুলো ভাবতে হবে। শ্রমিকের অদক্ষতা পূরণে কাজ করতে হবে। সরকার পলিটেকনিকসহ বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দক্ষতা বৃদ্ধির কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।

তিনি বলেন, সরকার প্রণোদনার ব্যবস্থা করে বেসরকারি খাতের উচিত হলো সরকারি উদ্যোগ যাতে বাস্তবায়ন হয়। দক্ষতার কত প্রয়োজন এ বিষয়ে তথ্যেও ঘাটতি রয়েছে। এখানে বিদেশিরা অনেক বেশি বেতনে পোশাক খাতে চাকরি করছে। এই মানসিকতার পরিবর্তন করে শ্রমিকের দক্ষতার উন্নয়ন করতে হবে।

ড. জায়েদ বখত বলেন, বিশ্ব ব্যাংক বলছে, কারখানায় কর্ম পরিবেশ উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে। প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়লে কর্ম সংস্থান কিভাবে বাড়বে তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। নারীদের ক্ষমতায়ন সুযোগ রয়েছে এই খাতে। এজন্য বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে নিতে হবে। তবেই মধ্য আয়রে যে স্বপ্ন দেখা হচ্ছে তা অর্জন হবে।

বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর চিমিও ফান বলেন, বাংলাদেশ প্রতিবছর ২ মিলিয়ন মানুষ শ্রম বাজারে প্রবেশ করেছে। তাদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা খুবই কষ্টকর ও চ্যালেঞ্জের বিষয়। তবে পোশাক খাতে কর্মসংস্থান বাড়ানোর ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। তিনি বলেন, নারী শ্রম শক্তির একটি বড় অংশ তৈরি পোশাক খাতের সঙ্গে যুক্ত। নারীর ক্ষমতায়নে পোশাকের দাম বৃদ্ধি বাংলাদেশের জন্য একটি বড় সুযোগ তৈরি করেছে। তবে এ ক্ষেত্রে ভ্যালু চেইন এবং বেটার কর্মসংস্থান তৈরিতে বেশ কিছু বাধা রয়েছে– এগুলো হচ্ছে রফতানি বাধা, সামাজিক স্টান্ডার্ড ইত্যাদি।

ড.'মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, রানা প্লাজা ধসের পর কারখানা নিরাপত্তা একটি বড় বিষয় হয়ে সামনে এসেছে। চীন বিশ্বে পোশাক রপ্তানি করছে ৪০ শতাংশ আর বাংলাদেশ মাত্র ৬ শতাংশ বাজার দখল করেছে। এর মধ্যে একটা বড় গ্যাপ রয়েছে। চীনে কমপক্ষে ১০ শতাংশ শ্রমের মজুরি বেড়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে গত দশ বছরে ৩ বার শ্রমিকদের বেতন বেড়েছে। কিন্তু তারপরও কাঙ্ক্ষিত হারে বাড়েনি। তিনি বলেন, বাজার ও পণ্য বহুমুখী করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে দেখা যায় ভারত ও ভিয়েতনাম মার্কিন বাজারে জিরো ট্যারিফ সুবিধা ভোগ করে, যেখানে বাংলাদেশকে ১৫ শতাংশ ট্যারিফ দিয়ে রপ্তানি করতে হয়। এটা বৈষম্যমূলক। ড. কেএএস মুর্শিদ বলেন, পোশাক খাতে শ্রমিক অধিকার এবং বেতন বৈষম্য নিয়ে আলোচনার সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে অন্যতম চ্যালেঞ্জ হচ্ছে নিরাপত্তা এবং শ্রম অধিকার নিশ্চিত করা।

দৈনিক ইত্তেফাক
Date:03-05-2016 Page: 01, Col 7-8 Size: 19 Col*Inc

চীনের পোশাকের মূল্যবৃদ্ধি, নতুন সম্ভাবনা বাংলাদেশের সামনে

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বিশ্ববাজারে চীনের পোশাকের দর বৃদ্ধি বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর জন্য নতুন রপ্তানি সম্ভাবনা তৈরি করেছে। বিশ্বব্যাংকের এক গবেষণা প্রতিবেদনে এমন তথ্যই উঠে এসেছে। গতকাল সোমবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) কার্যালয়ে এ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, চীনের পোশাকের দর এক ডলার বাড়লে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের পোশাকের চাহিদা বাড়বে এক দশমিক ৩৬ শতাংশ। আর যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে চীনের পোশাকের সার্বিক মূল্য ১০ শতাংশ বাড়লে বাংলাদেশে এ খাতের কর্মসংস্থান ৪ দশমিক ২২ শতাংশ বাড়তে পারে। প্রায় কাছাকাছি সম্ভাবনা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশ বিশেষত ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার জন্যও রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ এ সুযোগ ধরতে হলে সফলভাবে সংস্কার কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। সেই সঙ্গে নিরাপত্তামানসহ কর্মপরিবেশের (কমপ্লায়েন্স) উন্নয়ন, পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৪

চীনের পোশাকের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

উৎপাদনশীলতা, পণ্যের মান, লিড টাইম, বিশ্বাসযোগ্যতা, পণ্য ও বাজার বহুমুখীকরণে মনোযোগ দিতে হবে।

'স্টিচেস্ টু রিচেস্ : এপারেল এমপ্লয়মেন্ট, ট্রেড এন্ড ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট ইন সাউথ এশিয়া' শীর্ষক প্রতিবেদন বিআইডিএস ও বিশ্বব্যাংক যৌথভাবে প্রকাশ করে। এ সময় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমান, বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর কুইমিয়াও ফ্যান ছাড়াও অর্থনীতিবিদ ও সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন। বিআইডিএস মহাপরিচালক কেএসএস মুরশিদের পরিচালনায় প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেন বিশ্বব্যাংকের লিড ইকোনমিস্ট গ্ল্যাডিস লোপেজ এইচভেডো।

এ সময় সিপিডি'র (সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ) নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, চীন বিশ্ব পোশাকের বাজারে ৪০ শতাংশ নিয়ে প্রথম অবস্থানে রয়েছে। আর বাংলাদেশ ৬ দশমিক ৪ শতাংশ নিয়ে দ্বিতীয়। প্রথম আর দ্বিতীয় অবস্থানের মধ্যে স্পষ্টতই বিশাল ফারাক। সামনের বছরগুলোতে চীনের এ দখলদারিত্ব ১৩ থেকে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত কমতে পারে। অন্যান্য দেশের তুলনায় এ খাতে বাংলাদেশের মজুরি এখনো কম। কিন্তু বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়ার জন্য এটিই একমাত্র কারণ হবে না। রানা প্লাজার পর এ খাতে বেশ পরিবর্তন এসেছে। কাঠামোগত অনেক কাজ করতে হয়েছে এবং হচ্ছে। এ জন্য ব্যয় বাড়ছে। ট্রেড ইউনিয়নের জন্য বাংলাদেশ চাপে রয়েছে। কিন্তু চীনসহ অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে সেই চাপ নেই। অন্যদিকে টিপিপি'র (ট্রান্স প্যাসিফিক পার্টনারশিপ) কারণে বড় প্রতিযোগী ভিয়েতনাম যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পাবে। কিন্তু বাংলাদেশকে ১৫ শতাংশ শুল্ক পরিশোধ করতে হবে। এ বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে। তবে বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়ার জন্য উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর পাশাপাশি পণ্য ও বাজার বহুমুখীকরণে মনোযোগী হওয়ার তাগিদ দিয়েছেন তিনি।

কুইমিয়াও ফ্যান রপ্তানি বাজারে বাংলাদেশের এগিয়ে থাকার বিষয়টি তুলে ধরার পাশাপাশি কিছু বাধাও রয়েছে বলে মত দেন। তিনি মনে করেন, চীনের ছেড়ে দেয়া অংশের বেশিরভাগ বাংলাদেশ পেতে চাইলে কিছু নীতিমালার পরিবর্তন এবং সরকারি ও বেসরকারি খাতের মধ্যে সংলাপের প্রয়োজন।

বিজিএমইএ সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান বলেন, বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানির ৮৩ শতাংশই যায় ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে। বাজার বহুমুখীকরণের চেষ্টা চলমান রয়েছে। পণ্য বহুমুখীকরণের অংশ হিসাবে কিছু উচ্চমূল্য সংযোজনের পণ্য রপ্তানি হচ্ছে। ২৮টি গ্রিন কারখানা চালু হয়েছে। আরো ১৮০টি সহসাই চালু হওয়ার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। কিন্তু গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংকট কাটাতে হবে। এ জন্য সরকারের নীতি সহায়তা প্রয়োজন। মোট রপ্তানিতে পোশাক খাতের অবদান ৮০ শতাংশ হওয়া সত্ত্বেও এ খাত প্রকৃত অর্থে কতটুকু গ্যাস খরচ করে তা বিবেচনায় নিতে হবে। এ নিয়ে বিশ্বব্যাংক আলাদা আরেকটি গবেষণা করতে পারে বলে মত দেন তিনি।

ড. মসিউর রহমান বলেন, বাংলাদেশে কম মজুরির কথা বলা হলেও এই সুবিধা দীর্ঘস্থায়ী হবে না। এটি সাময়িক। দুই তিন বছর পর বিশ্ববাজারে টিকতে হলে অন্যান্য বিষয়ও ভাবতে হবে। বিশেষত দক্ষতা অর্জনে বিশেষ নজর দিতে হবে।

আলোচনায় অন্যদের মধ্যে অংশ নেন বিআইডিএস -এর গবেষণা ফেলো ড. নাজনীন আহমেদ, অর্থনীতিবিদ ড. জায়েদ বখ্‌ত, ঢাকা চেম্বারের সাবেক সভাপতি আসিফ ইব্রাহিম, এশিয়ান ফাউন্ডেশনের হাসান মজুমদার, এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের সভাপতি সালাউদ্দিন কাশেম খান প্রমুখ।

যায়যায়দিন
Date:03-05-2016 Page 03, Col 6-85 Size: 17 col*inc

বিআইডিএস সম্মেলন কক্ষে সোমবার বিশ্বব্যাংক আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমান -ফোকাস বাংলা

কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জনে শ্রমিকের দক্ষতা বাড়ানো জরুরি

যাযাদি রিপোর্ট

রপ্তানি আয়ে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জনে শ্রমিকদের দক্ষতা বাড়ানো জরুরি বলে জানিয়েছে দাতা সংস্থা বিশ্বব্যাংক। সোমবার বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশের পোশাক খাত বিশ্বব্যাংকের এক গবেষণা প্রতিবেদনে এই তথ্য প্রকাশ করা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমান, বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর কিমিয়াও ফান, অর্থনীতিবিদ ড. জায়েদ বখত, সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান, বিজিএমইএ সভাপতি এম. সিদ্দিকুর রহমান, বিল্ডের প্রেসিডেন্ট এম. আসিফ ইব্রাহিম ও বিআইডিএসের মহাপরিচালক ড. কে এ এস মুরশিদ। এ সময় অনুষ্ঠানের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সংস্থাটির লিড ইকোনমিস্ট গ্লাডিজ লোপেজ আচিভিডো।

বিশ্বব্যাংক বলছে, মার্কিন বাজারে চীনের পণ্যে দাম ১০ শতাংশ বাড়লে বাংলাদেশে ৪ দশমিক ২২ শতাংশ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। তবে এজন্য বাংলাদেশকে তৈরি পোশাকের উৎপাদনশীলতা, পণ্যের মান, বিশ্বাসযোগ্যতা, উন্নত কর্মপরিবেশ এবং অন্যান্য কমপ্ল্যায়েন্স নীতিমালার উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

গবেষণায় বলা হয়, চীনের পরে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার চার দেশের মধ্যে সবোর্চ্চ তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ। এশিয়ায় চীন একক হিসাবে ৪১ শতাংশ তৈরি পোশাক রপ্তানি করে থাকে। এর পরের অবস্থান বাংলাদেশের ৬ দশমিক ৪ শতাংশ। এ ছাড়া ভারত সাড়ে ৩ শতাংশ, পাকিস্তান ও শ্রীলংকা রপ্তানি করছে ১.২ শতাংশ করে এবং অন্যরা করছে ৪৬.৭ শতাংশ। এ হিসাবে বাংলাদেশ হলো এ অঞ্চলের দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানিকারক দেশ।

প্রতিবেদনে বলা হয়, বিশ্ববাজারে পোশাক রপ্তানির হার বাংলাদেশের সামান্য বেড়েছে। তবে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় পিছিয়ে আছে। বিশ্বক্রেতাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হলো এখানে নন কস্ট ফ্যাক্টরগুলোর উন্নতি ঘটাতে হবে। সফলভাবে এ খাতে সংস্কার কার্যক্রম বাংলাদেশের রপ্তানি বাড়াতে ও অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করবে। বাংলাদেশের মোট রপ্তানির ৮৩ শতাংশ আসছে পোশাক রপ্তানি থেকে।

দৈনিক জনকণ্ঠ
Date:03-05-2016 Page:18 Col: 6-8 Size: 16.5 Col*Inc

চীনে তৈরি পোশাকের দাম বাড়লে বাংলাদেশের চাহিদা বাড়বে

অর্থনৈতিক রিপোর্টার ॥ চীনে যদি তৈরি পোশাকের ১ শতাংশ দাম বাড়ে তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের (ইউএসএ) বাজারে বাংলাদেশের ১ দশমিক ৩৬ শতাংশ তৈরি পোশাকের চাহিদা বাড়বে। ফলে বাংলাদেশের পোশাক খাতের রফতানি বাড়ানোর ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। এক্ষেত্রে নীতি কৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে শ্রমিকদের নিরাপত্তা, অধিকার ও রফতানি পণ্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে রফতানি বাড়ানো যেতে পারে। সেই সঙ্গে এ্যাপারেল খাতে তিনটি বিষয় গুরুত্ব দিতে হবে। প্রথমত, শ্রমিক ও মধ্যবর্তী ব্যবস্থাপকদের দক্ষতা উন্নয়ন, দ্বিতীয়ত, কারখানার অবকাঠামো উন্নয়ন এবং তৃতীয়ত, সামাজিক ও পরিবেশগত কমপ্ল্যায়েন্স আনতে হবে।

বিশ্বব্যাংক ও 'বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান' (বিআইডিএস)-এর এক যৌথ প্রতিবেদনে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। সোমবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বিআইডিএস সম্মেলনকক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমান, বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর চিমিয়াও ফান, সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান এবং বিজিএমইএ'র সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান।

বিশ্বব্যাংক ও বিআইডিএসের যৌথ প্রতিবেদন প্রকাশ

ড. মসিউর রহমান বলেন, কম মজুরি সুবিধা শ্রমিকরা সব সময় দেবে না। ২ থেকে ৩ বছর পর বিশ্ববাজারে টিকতে হলে অন্য বিষয়গুলোও ভাবতে হবে। দীর্ঘমেয়াদে কম মজুরি সুবিধা টেকসই হবে না। দক্ষতার শূন্যতা পূরণে কাজ করতে হবে। সরকার পলিটেকনিকসহ বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দক্ষতা বৃদ্ধির কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। সরকারী প্রচেষ্টা আছে, বেসরকারী উদ্যোগ জোরেশোরে হলে এই দক্ষতার গ্যাপ কমে আসবে তিনি বলেন, সরকার প্রণোদনার ব্যবস্থা করে বেসরকারী খাতের উচিত হলো সরকারী উদ্যোগ যাতে বাস্তবায়ন হয়। দক্ষতার চাহিদার বিষয়ে তথ্যেও ঘাটতি রয়েছে। এখানে বিদেশীরা অনেক বেশি বেতনে চাকরি করছে। কিন্তু এই দক্ষতার উন্নয়ন করা গেলে আমাদের শ্রমিকদের দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রফতানি করা সম্ভব হবে।

বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর বলেন, বাংলাদেশের ২ মিলিয়ন মানুষ প্রতি বছর কর্মের বাজারে প্রবেশ করছে। এজন্য বেটার জব তৈরি করা খুবই কষ্টকর ও চ্যালেঞ্জের বিষয়। তবে পোশাক খাতে কর্মসংস্থান বাড়ানোর ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। ইতোমধ্যেই নারী শ্রমশক্তির একটি বড় অংশ তৈরি পোশাক খাতের সঙ্গে যুক্ত। নারীর ক্ষমতায়নে পোশাকের দাম বৃদ্ধি বাংলাদেশের জন্য একটি বড় সুযোগ তৈরি করেছে। তবে এক্ষেত্রে ভ্যালু চেইন এবং বেটার কর্মসংস্থান তৈরিতে বেশকিছু বাধা রয়েছে। এগুলো হলো- রফতানি বাধা, সামাজিক স্ট্যান্ডার্ড ইত্যাদি।

ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, রানা প্লাজা ধসের পর কারখানার নিরাপত্তা একটি বড় বিষয় হয়ে সামনে এসেছে। চীন বিশ্বে পোশাক রফতানি করছে ৪০ শতাংশ আর বাংলাদেশ মাত্র ৬ শতাংশ বাজার দখল করেছে। এর মধ্যে একটা বড় গ্যাপ রয়েছে। চীনে সর্বনিম্ন ১০ শতাংশ শ্রমের মজুরি বেড়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে গত দশ বছরে তিনবার শ্রমিকদের বেতন বেড়েছে। কিন্তু তারপরও কাঙ্ক্ষিত হারে বাড়েনি। বাজার ও পণ্য বহুমুখী করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে দেখা যায়, ভারত ও ভিয়েতনাম মার্কিন বাজারে জিরো ট্যারিফ সুবিধা ভোগ করে, যেখানে বাংলাদেশকে ১৫ শতাংশ ট্যারিফ দিয়ে রফতানি করতে হয়। এটা বৈষম্যমূলক। ড. কেএম মুর্শিদ বলেন, পোশাক খাতে শ্রমিক অধিকার এবং বেতন বৈষম্য নিয়ে আলোচনার সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে অন্যতম চ্যালেঞ্জ হচ্ছে নিরাপত্তা এবং শ্রম অধিকার নিশ্চিত করা।

যুগান্তর
Date:03-05-2016 Page 12, Col 6-8 Size: 18 Col*Inc

পোশাক খাতে তিন চ্যালেঞ্জ

যুগান্তর রিপোর্ট

বাংলাদেশের পোশাক খাতে রফতানি প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে প্রবৃদ্ধি সহায়ক তিনটি চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এগুলো হচ্ছে— শ্রমিক ও মধ্যবর্তী ব্যবস্থাপকদের দক্ষতা উন্নয়ন, কারখানার অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সামাজিক ও পরিবেশগত কমপ্লায়েন্সমান অর্জন করা। বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতষ্ঠানের (বিআইডিএস) এক যৌথ প্রতিবেদনে এ চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করা হয়।

সোমবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ের বিআইডিএস সম্মেলন কক্ষে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিকবিষয়ক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমান, বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর চিমিয়াও ফান, সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান, বিআইডিএসের মহাপরিচালক ড. কেএএস মুরশিদ, সাবেক মহাপরিচালক ড. জায়েদ বখত, বিজিএমইএ'র সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান, বিল্ডের সভাপতি এম আসিফ ইব্রাহিম। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সংস্থাটির লিড ইক... গ্লাডিজ লোপেজ আচিভিডো।

> বিশ্বব্যাংক ও বিআইডিএসের যৌথ প্রতিবেদন

প্রতিবেদনে বিশ্বব্যাংক বলেছে, মার্কিন বাজারে চীনের পণ্যে দাম ১০ শতাংশ বাড়লে বাংলাদেশে ৪ দশমিক ২২ শতাংশ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। আবার চীনে যদি তৈরি পোশাকের ১ শতাংশ দাম বাড়ে তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের ১ দশমিক ৩৬ শতাংশ তৈরি পোশাকের চাহিদা বাড়বে। ... পোশাক খাতের রফতানি ... সম্ভাবনা রয়েছে। ... এর জন্য প্রয়োজনীয় ... বাস্তবায়নের মাধ্যমে শ্রমিকদের নিরাপ... অধিকার ও রফতানি পণ্য বহুমুখীকরণের দিকে মনোযোগী হতে হবে। একইসঙ্গে পোশাকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, পণ্যের মান, বিশ্বাস যোগ্যতা ও উন্নত কর্মপরিবেশ এবং অন্যান্য কমপ্লায়েন্স নীতিমালার উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

এ প্রসঙ্গে বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর চিমিও ফান বলেন, বাংলাদেশ প্রতিবছর ২ মিলিয়ন মানুষ শ্রমবাজারে আসছে। তাদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা খুবই কষ্টকর ও চ্যালেঞ্জের বিষয়। তবে পোশাক খাতে কর্মসংস্থান বাড়ানোর ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। তিনি বলেন, নারী শ্রমশক্তির একটি বড় অংশ পোশাক খাতের সঙ্গে যুক্ত। নারীর ক্ষমতায়নে পোশাকের দাম বৃদ্ধি বাংলাদেশের জন্য একটি বড় সুযোগ তৈরি করেছে। তবে এ ক্ষেত্রে ভ্যালু চেইন এবং বেটার কর্মসংস্থান তৈরিতে বেশকিছু বাধা রয়েছে— এগুলো হচ্ছে রফতানি বাধা, সামাজিক স্টান্ডার্ড ইত্যাদি।

বিআইডিএসের মহাপরিচালক ড. কেএএস মুর্শিদ বলেন, পোশাক খাতে শ্রমিক অধিকার এবং বেতন বৈষম্য নিয়ে আলোচনার সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে অন্যতম চ্যালেঞ্জ হচ্ছে নিরাপত্তা এবং শ্রম অধিকার নিশ্চিত করা।

গবেষণায় বলা হয়, চীনের পরে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার চার দেশের মধ্য সর্বোচ্চ পোশাক রফতানিকারক দেশ। এশিয়া... একক হিসাবে ৪১ শতাংশ তৈরি পোশাক র... করে। এর পরের অবস্থান বাংলাদেশের ৬ দশমিক ৪ শতাংশ। এছাড়া ভারত সাড়ে ৩ শতাংশ, পাকিস্তান ও শ্রীলংকা রফতানি করছে ১.২ শতাংশ হারে। অন্যরা করছে বাকি ৪৬.৭ শতাংশ। এ হিসাবে বাংলাদেশ হল এ অঞ্চলের দ্বিতীয় বৃহত্তম রফতানিকারক দেশ।

অনুষ্ঠানে ড. মসিউর রহমান বলেন, দেশে দক্ষ শ্রমিকের অভাব আছে। তবে দক্ষতার কত প্রয়োজন এ বিষয়েও সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই। সবাই জানে এখানে বিদেশিরা অনেক বেশি বেতনে চাকরি করছে। মালিকরাও তাদের বেশি বেতন দিতে দ্বিধাবোধ করছে না। এ মানসিকতার পরিবর্তন ঘটিয়ে বরং দেশীয় শ্রমিকের দক্ষতার উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার পরামর্শ দেন তিনি।

জায়েদ বখত বলেন, বিশ্বব্যাংক বলছে, কারখানায় পরিবেশ উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে ... প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়লে কর্মসংস্থান কিভাবে বাড়বে তা ... রয়েছে। নারীদের ক্ষমতায়ন সুযোগ রয়েছে এ খাতে। এজন্য বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে নিতে হবে। তবেই মধ্য আয়ের যে স্বপ্ন দেখা হচ্ছে তা অর্জন হবে।

ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, রানা প্লাজা ধসের পর কারখানা নিরাপত্তা একটি বড় বিষয় হয়ে সামনে এসেছে। চীন বিশ্বে পোশাক রফতানি করছে ৪০ শতাংশ আর বাংলাদেশ মাত্র ৬ শতাংশ বাজার দখল করেছে। এর মধ্যে একটা বড় গ্যাপ রয়েছে। চীনে কমপক্ষে ১০ শতাংশ শ্রমের মজুরি বেড়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে গত দশ বছরে ৩ বার শ্রমিকদের বেতন বেড়েছে। কিন্তু তারপরও কাঙ্ক্ষিত হারে বাড়েনি।

কালের কণ্ঠ
Date:03-05-2016 Page: 03, Col: 6-7 Size: 14 Col*Inc

বাংলাদেশের সামনে পোশাক রপ্তানি বাড়ানোর অপার সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

পোশাক রপ্তানিতে শীর্ষে থাকা চীনে ক্রমেই শ্রমিকের মজুরি বেড়ে যাওয়ায় দেশটি এ খাত থেকে সরে গিয়ে প্রযুক্তিতে মনোযোগ দিচ্ছে। বিশ্ববাজারে পোশাক রপ্তানিতে ৪১ শতাংশ দখল করে রাখা দেশটি এ শিল্প থেকে সরে গেলে দ্বিতীয় স্থানে থাকা বাংলাদেশ সে জায়গাটি নিতে কতটা প্রস্তুত? এ বিষয়ে বিশ্বব্যাংকের এক গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা গেছে, চীনে যদি তৈরি পোশাকের ১ শতাংশ উৎপাদন ব্যয় বাড়ে, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের ১.৩৬ শতাংশ পোশাকের চাহিদা বাড়বে। আর বাংলাদেশে পোশাকের উৎপাদন ১ শতাংশ বাড়লে ০.৩ শতাংশ থেকে ০.৪ শতাংশ কর্মসংস্থান বাড়ে। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে চীনের পোশাকের দাম ১০ শতাংশ বাড়লে বাংলাদেশে পুরুষ-নারীর কর্মসংস্থান বাড়ে ৪ শতাংশ। বিশ্বব্যাংক বলছে, চীনে শ্রমিকের মজুরি বেড়ে যাওয়ায় পোশাক খাতে রপ্তানি বাড়াতে বাংলাদেশের সামনে এক অফুরন্ত সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। তবে এ সুযোগ ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হলে প্রয়োজন হবে বিদ্যমান নীতি-কৌশল পরিবর্তন এবং শ্রমিকদের জন্য কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা। পাশাপাশি পণ্যের বহুমুখীকরণ এবং নির্দিষ্ট কয়েকটি দেশের ওপর নির্ভরশীল না থেকে নতুন নতুন দেশে বাজার খুঁজতে হবে। একই সঙ্গে শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে দক্ষতার যে ঘাটতি রয়েছে, সেটি পূরণেরও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ওই গবেষণা প্রতিবেদনে।

'দক্ষিণ এশিয়ায় তৈরি পোশাক খাতে কর্মসংস্থান, বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন' শিরোনামের গবেষণা প্রতিবেদনটি গতকাল সোমবার ঢাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়। রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) সম্মেলন কক্ষে এর বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি গ্লেডস লোপেজ অ্যাচেবেদো। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থবিষয়ক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমান। অন্যদের মধ্যে ঢাকায় নিযুক্ত বিশ্বব্যাংকের আবাসিক প্রতিনিধি চিমিয়াও ফান, বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান, বিজিএমইএর সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান, বিল্ডের চেয়ারম্যান আসিফ ইব্রাহীম বক্তব্য দেন। সভাপতিত্ব করেন বিআইডিএস মহাপরিচালক কে এ এস মুরশিদ।

ড. মসিউর রহমান মনে করেন, সস্তা শ্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশ রপ্তানি বাড়ালে সেটি হবে সাময়িক সুবিধা। দীর্ঘ মেয়াদে সেটি টেকসই হবে না। তাঁর মতে, শ্রমিক ও কারখানা ব্যবস্থাপনায় যেসব অদক্ষতা ও ঘাটতি রয়েছে, সেগুলো পূরণ করতে পারলে এমনিতেই পোশাক রপ্তানি বেড়ে যাবে। এ জন্য দেশের টিটিসি ও কারিগরি ইনস্টিটিউট বাড়ানো দরকার। মসিউর রহমান আরো বলেন, 'আমাদের দেশের পোশাক কারখানাগুলোর অবকাঠামো উন্নয়ন জরুরি হয়ে পড়েছে।'

বিশ্বব্যাংকের আবাসিক প্রতিনিধি চিমিয়াও ফান বলেন, বাংলাদেশে প্রতিবছর ২০ লাখ মানুষ চাকরির বাজারে ঢুকছে। এদের সবাইকে চাকরি দেওয়াটা চ্যালেঞ্জও বটে। তিনি বলেন, পোশাক খাতে রপ্তানির হার আগামী পাঁচ বছরে দ্বিগুণ করার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। তবে এ খাতে নারীদের অংশগ্রহণ আরো বাড়ানো এবং তাঁদের ক্ষমতায়ন অত্যন্ত জরুরি। চিমিয়াও ফান আরো বলেন, চীনে পোশাক খাতে খরচ বেড়ে যাওয়ায় বাংলাদেশের জন্য নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে অনেক বাধা আছে, যেগুলো দূর করা জরুরি।

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন

মানবকণ্ঠ
Date:03-05-2016 Page 07, Col 4-5 Size: 10 Col*Inc

বিশ্বব্যাংকের অনুষ্ঠানে বক্তারা

প্রবৃদ্ধি বাড়াতে শ্রমিকের দক্ষতা বাড়ানো জরুরি

অর্থনৈতিক প্রতিবেদক

রফতানি আয়ে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জনে বা ভালো করতে শ্রমিকদের আরো দক্ষতা বাড়ানো জরুরি। একই সঙ্গে উৎপাদনশীলতা, পণ্যের কোয়ালিটি, বাজার ও পণ্য বহুমুখী করাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। এসব বাস্তবায়ন করা হলে পোশাক শিল্পে আরো কর্মস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে দাতা সংস্থা বিশ্বব্যাংক মনে করছে। গতকাল রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশের পোশাক খাত নিয়ে বিশ্বব্যাংকের এক গবেষণা প্রতিবেদনে এসব তথ্য প্রকাশ করা হয়। বিআইডিএস ও বিশ্বব্যাংক যৌথভাবে এ প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে। এ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমান, বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর কিমিয়াও ফান, অর্থনীতিবিদ ড. জায়েদ বখত, সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান, বিজিএমইএ সভাপতি এম. সিদ্দিকুর রহমান, বিল্ডের প্রেসিডেন্ট এম. আসিফ ইব্রাহিম ও বিআইডিএসের মহাপরিচালক ড. কে এ এস মুরশিদ। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন গ্লাডিজ লোপেজ আচিভিডো।

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মার্কিন বাজারে চীনের পণ্যে দাম ১০ শতাংশ বাড়লে বাংলাদেশে ৪ দশমিক ২২ শতাংশ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। তবে এজন্য বাংলাদেশকে তৈরি পোশাকের উৎপাদনশীলতা, পণ্যের মান, বিশ্বাসযোগ্যতা, উন্নত কর্মপরিবেশ এবং অন্যান্য কমপ্ল্যায়েন্স নীতিমালার উন্নয়ন ঘটাতে হবে। চীনের পরে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার চার দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ তৈরি পোশাক রফতানিকারক দেশ। এশিয়ায় চীন একক হিসেবে ৪১ শতাংশ তৈরি পোশাক রফতানি করে থাকে। এর পরের অবস্থান বাংলাদেশের ৬ দশমিক ৪ শতাংশ। এছাড়া ভারত সাড়ে ৩ শতাংশ, পাকিস্তান ও শ্রীলংকা রফতানি করছে ১ দশমিক ২ শতাংশ করে এবং অন্যান্যরা করছে ৪৬ দশমিক ৭ শতাংশ। এ হিসাবে বাংলাদেশ হলো এ অঞ্চলের দ্বিতীয় বৃহত্তম রফতানিকারক দেশ।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, বিশ্ববাজারে পোশাক রফতানির হার বাংলাদেশের সামান্য বেড়েছে। তবে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় পিছিয়ে আছে। বিশ্বক্রেতাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হলো এখানে নন কস্ট ফ্যাক্টরগুলোর উন্নতি ঘটাতে হবে। সফলভাবে এ খাতে সংস্কার কার্যক্রম বাংলাদেশের রফতানি বাড়াতে ও অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করবে। বাংলাদেশের মোট রফতানির ৮৩ শতাংশ আসছে পোশাক রফতানি থেকে। এর পরিমাণ বাড়াতে পণ্যের গুণ, বাজার বহুমুখী ও মানুষের সৃষ্টি রফতানি বাধা দূর করতে হবে।

NEW AGE
Date:03-05-2016 Page 13, Col 5-8 Size:42 Col* Inc

CHINESE APPAREL PRICE ON RISE

B'desh to benefit less than SE Asia due to poor competitiveness: WB

Prime minister' adviser Mashiur Rahman, Bangladesh Institute of Development Studies director general KAS Murshid, World Bank Bangladesh country director Qimio Fan, Centre for Policy Dialogue executive director Mustafizur Rahman and Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association president Md Siddiqur Rahman are present at a programme at the BIDS auditorium in Dhaka on Monday. — New Age photo

Staff Correspondent

AS Bangladesh lags behind Vietnam, Cambodia and Indonesia in competitiveness, a rise in Chinese apparel prices would offer more benefits to the Southeast Asian countries, according to a World Bank report released on Monday.

According to the report, a 10 per cent increase in Chinese apparel prices would raise the Southeast Asian countries' export to the US by 37-51 per cent, while the export of South Asian countries would grow by 13-25 per cent (depending on the country) due to barriers to importing manmade fibres and poor exporting logistics.

The report titled 'Stitches to Riches? Apparel Employment, Trade and Economic Development in South Asia' shows that the rank of Vietnam and Cambodia in terms of quality, lead time and social compliance are higher than the South Asian countries like Bangladesh and India.

According to the report, the Southeast Asian countries have gained more competitiveness on cost-related factors.

Though the wage structure in Bangladesh is the lowest, the worker's productivity in Vietnam, Cambodia and Indonesian is higher than Bangladesh and India, the report said.

The WB said Bangladesh has steadily increased its share of global apparel trade above the world average and greater than China, but lower than that of the Southeast Asian countries.

It said that a 10 per cent increase in Chinese apparel prices in the US market would increase employment in Bangladesh by 4.22 per cent in the sector but for the EU market, apparel employment would drop by 0.74

Continued on B3 Col. 1

B'desh to benefit

Continued from B1

percent for males and 0.77 percent for females.

According to the report the employment of Bangladesh for the EU market would experience small decrease because country's trade estimates do not imply that Bangladesh is close substitute for Chinese apparel products in the EU market.

According to the report, a 10 per cent increase in Chinese export prices would result in the US increasing imports from India and Bangladesh by 14.62 per cent and 13.58 per cent respectively.

South Asia's competitor countries would benefit even more from rising Chinese prices and Vietnam's exports would increase by 37.70 per cent and Cambodia's by 51.25 per cent.

The report also said that rising Chinese apparel prices would have little, if any, effect on Bangladeshi and Pakistani exports to the EU.

According to the report, a 1 per cent increase in apparel output is associated with a 0.3-0.4 per cent rise in employment (for both men and women) in Bangladesh, Pakistan, and Sri Lanka.

The report highlighted that Bangladesh needs to improve performance on non-cost factors important to global buyers.

'Successfully implementing reforms will help Bangladesh increase exports and capture more jobs from China's gradual exit from the clothing market and compete with Vietnam, Cambodia, and Indonesia,' the WB said.

To expand apparel exports and jobs in South Asia, the report suggested adopting policies to increase market access, ease import barriers for manmade fibre, improve export logistics, and facilitate foreign investment.

'If it fails to do so and fails to do so quickly—it risks losing out on a huge opportunity to create good jobs for development given by China's rising apparel prices,' the report said.

Centre for Policy Dialogue executive director Mustafizur Rahman said Bangladesh needs to give attention on productivity, market diversification, and product diversification.

He said the global market scenario is changing, and Bangladesh would have to increase the use of manmade fibre to remain competitive.

The apparel sector in Bangladesh needs targeted policy support, Mustafiz said, adding that it should not be market-driven. 'We will have to think about what should be the strategy in Industrial policy.'

WB Bangladesh country director Qimio Fan remarked, 'The apparel sector in Bangladesh tells a remarkable story of women's empowerment by significantly increasing female participation in the labour force.' He hoped that the potential decrease in Chinese export presents a huge opportunity for Bangladesh, if the country can meet the requirements of global buyers on cost, quality, lead time, reliability, and compliance.

Gladys Lopez-Acevedo, a World Bank lead economist, presented the report at a programme in the Bangladesh Institute of Development Studies auditorium in the city.

Prime minister' adviser Mashiur Rahman and Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association president Md Siddiqur Rahman also spoke at the session.

The News Today
Date:03-05-2016 Page 01, Col 1-2 Size: 30 Col*Inc

Possible Chinese export fall

Huge RMG mkt awaiting Bangladesh

News Report

China is gradually taking exit from clothing market as costs of manufacturing textile and RMG products are increasing day by day in the country due to high labour cost.

At present China is the largest RMG exporter and its share in the global market is 40 per cent while that of Bangladesh is only 6 per cent.

Chinese apparel prices will rise significantly in the near future as the country is heading fast to be one of the world's richest countries. A RMG worker's wage in China now stands at atleast $3.5 per hour while in Bangladesh it is only half a dollar.

Given the rising costs and prices in China, experts see a huge opportunity for Bangladesh exporting increased apparel products and creating more jobs in the sector.

Increased appeal exports could create more and better jobs in Bangladesh if the country makes improvement in productivity and product quality ▶ Page 15 col. 1

Huge RMG mkt awaiting Bangladesh

From Page 1 col. 1

by enforcing a better safety condition and other compliance policies, said a World Bank report.

The report, released on Monday, said successful implementation of reforms will help Bangladesh increase exports and capture more jobs from China's gradual exit from the clothing market and compete with Vietnam, Cambodia, and Indonesia.

The report, titled 'Stitches to Riches: Apparel Employment, Trade and Economic Development', was jointly launched by the World Bank and Bangladesh Institute Development Studies (BIDS) at an event at the BIDS conference room.

The report said Bangladesh has steadily increased its share of the global apparel trade above the world average and greater than China but lower than that of the Southeast Asian countries.

Noting that Bangladesh has the largest apparel export industry in South Asia and its share is 6.4 percent of the global apparel exports which highlights that Bangladesh needs to improve performance on non-cost factor important to global buyers.

For the US market, a 10-percent increase in Chinese apparel prices will increase apparel employments in Bangladesh by 4.22 percent, the report said.

Addressing the event, Prime Minister's Economic Affairs Adviser Dr Mashiur Rahman said synchronisation is needed among speed of development of technical skills, enlargement of the industry, diversifications and qualitative improvement of the industry. "The government should ensure this match."

Admitting that there is infrastructure inadequacy, he said the infrastructure should increase doubtlessly for increasing productivity.

World Bank Country Director Qimiao Fan said the apparel industry is extremely important to Bangladesh's economy, accounting for 83 percent of the total export. "Given the rising costs and prices in China really cooked an opportunity for countries in South Asia particularly Bangladesh."

"The potential decrease in Chinese exports presents a huge opportunity for Bangladesh, if it can meet global buyers' requirements for cost, quality, lead time, reliability and compliances with safety standards and other policies," he added.

Executive Director of the Centre for Policy Dialogue (CPD) Prof Mustafizur Rahman said there is large gap between shares of the largest exporter China and the second largest Bangladesh in the global apparel market. The share of China is 40 percent, while that of Bangladesh is only 6 percent.

He stressed the need for skills and productivity enhancement as well as market and product diversification for the improvement of the readymade garment sector.

President of Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) Md Siddiqur Rahman disagreed with the report findings partially that says the quality of Bangladesh apparel production is now low. "We don't agree that quality of our apparel is low."

Terming the RMG the lifeline of the country's economy, he said, "Massive safety measures have been taken and got success in improving the safety after the Rana Plaza tragedy. Bangladesh is now a trusted source of the global apparel markets," the BGMEA President said.

Chairman of Business Initiative Leading Development (BUILD) Asif Ibrahim also said the skill development is an area that Bangladesh needs to address to boost the RMG export.

Placing the report, World Bank lead economist Gladys Lopez-Acevedo said, "Bangladesh should capitalise on its position as regional leader and implement policies to improve the quality of its product. Bangladesh should focus on sustaining the creation and expansion of good jobs, brining more women into the work force and diversifying its products and markets to increase skills and value. "BIDS Director General Dr KAS Murshid presided over the function.

প্রথম আলো

Date:03-05-2016 Page: 13, Col:6-8 Size: 24 Col*Inc

তৈরি পোশাক খাত নিয়ে বিশ্বব্যাংকের সমীক্ষা প্রকাশ উপলক্ষে গতকাল বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) ও বিশ্বব্যাংক আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তারা ● প্রথম আলো

চীনা পোশাকের দাম ১০ শতাংশ বাড়লে...

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

বিশ্বব্যাংকের সমীক্ষা

চীনা পোশাকের দাম ১০ শতাংশ বাড়লে বাংলাদেশে ৪ দশমিক ২২ শতাংশ কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি হবে। যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি বাড়বে ১৩ দশমিক ৫৮ শতাংশ। তবে ইউরোপীয় ইউনিয়নে (ইইউ) উল্লেখযোগ্য হারে রপ্তানি বাড়বে না।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের সম্ভাবনাকে এভাবেই দেখছে বিশ্বব্যাংক। গতকাল সোমবার প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের 'তৈরি পোশাক খাতে দক্ষিণ এশিয়ার কর্মসংস্থান, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন' শীর্ষক সমীক্ষায় এ কথা বলা হয়েছে। বিশ্বব্যাংক যুক্তি দেখিয়েছে, তৈরি পোশাকের বিশ্ববাজার থেকে আস্তে আস্তে নিজেদের সরিয়ে নিচ্ছে চীন। এতে বাংলাদেশের বিপুল কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশের এ সম্ভাবনা নির্ভর করছে বিদেশি ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী পোশাকের দর, মান, লিড টাইম, আস্থা এবং কারখানার নিরাপত্তা মানের ওপর।

২০১২ সালের তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে তৈরি করা সমীক্ষায় আরও বলা হয়েছে, বাংলাদেশে তৈরি পোশাক উৎপাদন ১ শতাংশ বাড়লে দশমিক ৩ থেকে দশমিক ৪ শতাংশ পর্যন্ত কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়।

বিশ্বব্যাংক আরও বলছে, চীনা পোশাকের দাম ১০ শতাংশ বাড়লে ভারতের পোশাক রপ্তানি যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ১৪ দশমিক ৬২ শতাংশ ও ইইউতে ১৯ শতাংশ বাড়বে। পাকিস্তানের রপ্তানি যুক্তরাষ্ট্রে সাড়ে ২৫ শতাংশ এবং ইইউতে শ্রীলঙ্কার রপ্তানি সাড়ে ২২ শতাংশ বাড়বে। তবে তৈরি পোশাকের বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের অংশীদারত্ব এ তিনটি দেশের চেয়ে বেশি।

সমীক্ষা মতে, পোশাক তৈরির খরচ বেড়ে যাওয়ায় বিনিয়োগকারীরা চীন থেকে কারখানা কম্বোডিয়া ও ভিয়েতনামে নিয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া চীন উচ্চমূল্যের পণ্য উৎপাদনে ঝুঁকছে। নব্বইয়ের দশকে চীনের মোট রপ্তানিতে তৈরি পোশাকের অবদান ছিল ১৫ দশমিক ৬ শতাংশ। ২০১২ সালে তা কমে ৭ দশমিক ১ শতাংশ হয়েছে। যদিও চীন এখনো বিশ্ববাজারে সবচেয়ে বড় পোশাক রপ্তানিকারক দেশ। বাংলাদেশ দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানিকারক দেশ।

আলোচনা : বিশ্বব্যাংকের এ সমীক্ষা নিয়ে গতকাল বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) ও বিশ্বব্যাংক আলোচনা সভার আয়োজন করে। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশ্বব্যাংকের মুখ্য অর্থনীতিবিদ গ্লাদিস লোপেজ অ্যাসেভেদো।

আগারগাঁওয়ে বিআইডিএস মিলনায়তনে আয়োজিত এ আলোচনার প্রধান অতিথি প্রধানমন্ত্রীর অর্থনীতি-বিষয়ক উপদেষ্টা মসিউর রহমান বলেন, শুধু নিম্ন মজুরির ওপর নির্ভরশীল হয়ে তৈরি পোশাক খাতটি টেকসই করা উচিত হবে না। নিম্ন মজুরি হলো সাময়িক সুবিধা। তাই তিনি দক্ষ শ্রমশক্তি তৈরির ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) মতো বৈশ্বিক আঙ্গিকে বাংলাদেশ অগ্রাধিকারমূলক বাজার-সুবিধা পায়। কিন্তু এর বাইরে ট্রান্স প্যাসিফিক পার্টনারশিপের (টিপিপি) মতো দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় চুক্তি বাংলাদেশের এ বাজার-সুবিধাকে সংকোচন করছে।

তৈরি পোশাক শিল্পমালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান বলেন, প্রতিবছর ২০ লাখ তরুণ-তরুণী কর্মবাজারে প্রবেশ করেন। তাঁদের কর্মসংস্থানে তৈরি পোশাক খাত বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর চিমিয়াও ফান বলেন, কাঁচামাল ও মজুরি বৃদ্ধি পাওয়ায় চীনা পোশাকের দাম বেড়েছে, যা দক্ষিণ এশিয়ায় কর্মসংস্থানে সহায়তা করবে বলে তিনি মনে করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিআইডিএসের মহাপরিচালক কে এ এস মুরশিদ।

সংবাদ
Date: 03-05-16 Page:01 Col:4 Size: 30 Col*Inc

রপ্তানি আয় বাড়াতে পোশাক শ্রমিকদের দক্ষতা বাড়ানো জরুরি

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

রপ্তানি আয়ে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জনে শ্রমিকদের দক্ষতা জরুরি বলে জানিয়েছে দাতা সংস্থা বিশ্বব্যাংক। গতকাল বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশের পোশাক খাত বিশ্বব্যাংকের এক গবেষণা প্রতিবেদনে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমান, বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর কিমিয়াও ফান, অর্থনীতিবিদ ড. জায়েদ বখত, সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান, বিজিএমইএ সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান, বিল্ডের প্রেসিডেন্ট এম. আসিফ ইব্রাহিম ও বিআইডিএসের মহাপরিচালক ড. কেএএস মুরশিদ। এ সময় অনুষ্ঠানের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সংস্থাটির লিড ইকোনমিস্ট গ্লাডিজ লোপেজ আচিভিডো ।

বিশ্বব্যাংক বলছে, মার্কিন বাজারে চীনের পণ্যের দাম ১০ শতাংশ বাড়লে বাংলাদেশে ৪ দশমিক ২২ শতাংশ কর্ম কর্মসংস্থান রপ্তানি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

রপ্তানি : আয়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সৃষ্টি হবে। তবে এজন্য বাংলাদেশকে তৈরি পোশাকের উৎপাদনশীলতা, পণ্যের মান, বিশ্বাসযোগ্যতা, উন্নত কর্মপরিবেশ এবং অন্য কমপ্ল্যায়েন্স নীতিমালার উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

গবেষণায় বলা হয়, চীনের পরে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার চার দেশের মধ্য সর্বোচ্চ তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ। এশিয়ায় চীন একক হিসাবে ৪১ শতাংশ তৈরি পোশাক রপ্তানি করে থাকে। এর পরের অবস্থান বাংলাদেশর ৬ দশমিক ৪ শতাংশ। এছাড়া ভারত সাড়ে ৩ শতাংশ, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা রপ্তানি করছে ১.২ শতাংশ করে এবং অন্যান্যরা করছে ৪৬.৭ শতাংশ। এ হিসাবে বাংলাদেশ হলো এ অঞ্চলের দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানিকারক দেশ।

প্রতিবেদনে বলা হয়, বিশ্ববাজারে পোশাক রপ্তানির হার বাংলাদেশের সামান্য বেড়েছে। তবে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় পিছিয়ে আছে। বিশ্বক্রেতাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হলো এখানে নন কস্ট ফ্যাক্টরগুলোর উন্নতি ঘটাতে হবে। সফলভাবে এ খাতে সংস্কার কার্যক্রম বাংলাদেশের রপ্তানি বাড়াতে ও অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করবে। বাংলাদেশের মোট রপ্তানির ৮৩ শতাংশ আসছে পোশাক রপ্তানি থেকে। স্থানীয় কোম্পানির অধীনে এই শিল্প। কিন্তু সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) কেন্দ্রীয়ভাবে এই শিল্পে ভূমিকা পালন করতে পারে।

অনুষ্ঠানে ড. মসিউর রহমান বলেন, শ্রমিকের কম মজুরি ২ থেকে ৩ বছর বেশি সময় সুবিধা দেবে না। ভবিষ্যতে বিশ্ববাজারে টিকতে হলে অন্যান্য বিষয়গুলো ভাবতে হবে। শ্রমিকের অদক্ষতা পূরণে কাজ করতে হবে। সরকার পলিটেকনিকসহ বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দক্ষতা বৃদ্ধির কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।

তিনি বলেন, সরকার প্রণোদনার ব্যবস্থা করে বেসরকারি খাতের উচিত হলো সরকারি উদ্যোগ খাতে বাস্তবায়ন হয়। দক্ষতার কত প্রয়োজন এ বিষয়ে তথ্যের ঘাটতি রয়েছে। এখানে বিদেশিরা অনেক বেশি বেতনে পোশাক খাতে চাকরি করছে। এই মানসিকতার পরিবর্তন করে শ্রমিকের দক্ষতার উন্নয়ন করতে হবে।

ড. জায়েদ বখত বলেন, বিশ্বব্যাংক বলছে, কারখানায় কর্মপরিবেশ উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে। প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়লে কর্মসংস্থান কীভাবে বাড়বে তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। নারীদের ক্ষমতায়ন সুযোগ রয়েছে এই খাতে। এজন্য বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে নিতে হবে। তবেই মধ্য আয়ের যে স্বপ্ন দেখা হচ্ছে তা অর্জন হবে।

বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর চিমিও ফান বলেন, বাংলাদেশের প্রতিবছর ২ মিলিয়ন মানুষ শ্রম বাজারে প্রবেশ করেছে। তাদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা খুবই কষ্টকর ও চ্যালেঞ্জের বিষয়। তবে পোশাক খাতে কর্মসংস্থান বাড়ানোর ব্যাপক সুযোগ রয়েছে।

তিনি বলেন, নারী শ্রম শক্তির একটি বড় অংশ তৈরি পোশাক খাতের সঙ্গে যুক্ত। নারীর ক্ষমতায়নে পোশাকের দাম বৃদ্ধি বাংলাদেশের জন্য একটি বড় সুযোগ তৈরি করেছে। তবে এ ক্ষেত্রে ভ্যালু চেইন এবং বেটার কর্মসংস্থান তৈরিতে বেশকিছু বাধা রয়েছে- এগুলো হচ্ছে রপ্তানিতে বাধা, সামাজিক স্টান্ডার্ড ইত্যাদি।

ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, রানা প্লাজা ধসের পর কারখানা নিরাপত্তা একটি বড় বিষয় হয়ে সামনে এসেছে। চীন বিশ্বে পোশাক রপ্তানি করছে ৪০ শতাংশ আর বাংলাদেশ মাত্র ৬ শতাংশ বাজার দখল করেছে। এর মধ্যে একটা বড় গ্যাপ রয়েছে। চীনে কমপক্ষে ১০ শতাংশ শ্রমের মজুরি বেড়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে গত দশ বছরে ৩ বার শ্রমিকদের বেতন বেড়েছে। কিন্তু তারপরও কাঙ্ক্ষিত হারে বাড়েনি।

তিনি বলেন, বাজার ও পণ্য বহুমুখী করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে দেখা যায় ভারত ও ভিয়েতনাম মার্কিন বাজারে জিরো ট্যারিফ সুবিধা ভোগ করে, যেখানে বাংলাদেশকে ১৫ শতাংশ ট্যারিফ দিয়ে রপ্তানি করতে হয়। এটা বৈষম্যমূলক।

ড. কেএএস মুর্শিদ বলেন, পোশাক খাতে শ্রমিক অধিকার এবং বেতন বৈষম্য নিয়ে আলোচনার সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে অন্যতম চ্যালেঞ্জ হচ্ছে নিরাপত্তা এবং শ্রম অধিকার নিশ্চিত করা।

সমকাল
Date:03-05-2016 Page: 12 Col: 2-4 Size: 24 Col*Inc

সোমবার বিআইডিএস মিলনায়তনে বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিকবিষয়ক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমান, বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর চিমিয়াও ফানসহ অতিথিরা ■ সমকাল

পোশাক খাতে সংস্কার কর্মসংস্থান বাড়াবে

■ সমকাল প্রতিবেদক

তৈরি পোশাক খাতের চলমান সংস্কার সফলভাবে শেষ করতে পারলে রফতানি এবং কর্মসংস্থান আরও বাড়বে। চীনের ছেড়ে দেওয়া বাজারের একটা বড় অংশও আয়ত্তে আনা সম্ভব হবে।

'সেলাই থেকে সমৃদ্ধি? দক্ষিণ এশিয়ার তৈরি পোশাক খাতে কর্মসংস্থান, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন' শীর্ষক এক প্রতিবেদনে এ কথা বলেছে বিশ্বব্যাংক। গতকাল সোমবার এ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এ উপলক্ষে রাজধানীর বিআইডিএস মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনটি যৌথভাবে সম্পাদনা করেন সংস্থার দক্ষিণ এশিয়ার লিড ইকোনমিষ্ট গ্লেডস লোপেজ এসিভেডো ও টেক্সাস এন্ডএম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক রেমন্ড রবার্টসন। প্রতিবেদনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন গ্লেডস লোপেজ। তিনি বলেন, কয়েক বছর ধরে পোশাক শিল্পে বিশ্বের গড় রফতানির তুলনায় ধারাবাহিকভাবে ভালো করছে বাংলাদেশ। প্রতিবেদনে বলা হয়, পর্যায়ক্রমে চীনের ছেড়ে দেওয়া পোশাক বাজারের সুবিধা নিতে ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া ও কম্বোডিয়ার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের সামনে যে সুযোগ রয়েছে তা কাজে লাগাতে ক্রেতাদের পছন্দের বিবেচনায় বাংলাদেশকে উৎপাদনে আরও সাশ্রয়ী হতে হবে। সফলভাবে চলমান সংস্কার শেষ করতে হবে। এতে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে চীনা পোশাকের দর ১০ শতাংশ বাড়লে বাংলাদেশের পোশাকের চাহিদা বাড়বে প্রায় ১৪ শতাংশ। এতে অন্তত ৪ দশমিক ২২ শতাংশ নতুন কর্মসংস্থান হবে। তবে উৎপাদনশীলতা বাড়ানো, পোশাকপণ্যের গুণগত মানোন্নয়ন ও নিরাপদ কর্মপরিবেশের উন্নয়নসহ কমপ্লায়েন্স শর্ত প্রতিপালন করতে হবে বাংলাদেশকে।

ন্যায্য দরের বিষয়ে দায়িত্বশীল হতে হবে ক্রেতাদের : প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিকবিষয়ক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমান বলেন, শিল্প উন্নয়নের স্বার্থে অবকাঠামো উন্নয়ন, আমদানি-রফতানি বাণিজ্যে সংশ্লিষ্ট সেবার প্রক্রিয়া আরও সহজ করা প্রয়োজন। বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সিপিডির নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, বিশ্ব পোশাক বাজারে চীনের ছেড়ে দেওয়া বাজারের সুযোগ নিচ্ছে ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়াসহ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো। এটা বাংলাদেশের জন্য সতর্ক সংকেত। বিজিএমইএ সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান বলেন, সংস্কারের বিশাল উদ্যোগ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক মহল অবগত। গ্যাস-বিদ্যুতের সংকটই এ মুহূর্তে পোশাক শিল্পের বড় সমস্যা। এ বিষয়ে গবেষণা করতে বিশ্বব্যাংক এবং বিআইডিএসকে অনুরোধ করেন তিনি। বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর চিমিয়াও ফান বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশের মতো বাংলাদেশেরও বড় চ্যালেঞ্জ কর্মসংস্থান। সে হিসেবে পোশাক খাত এ দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বিল্ডের চেয়ারম্যান আসিফ ইব্রাহীম বলেন, রানা প্লাজা ধসের পর পোশাক খাতের উন্নয়নে জাতীয় আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে কাজ করছেন উদ্যোক্তারা। এখন ক্রেতাদের উচিত, পোশাকের ন্যায্য দরের বিষয়ে আরও দায়িত্বশীল হওয়া। এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের সভাপতি সালাহউদ্দিন কাশেম খান বলেন, শ্রমিকদের দক্ষতার সংকট একটা বড় সমস্যা। বিআইডিএসের মহাপরিচালক ড. কে এ এস মুরশিদ বলেন, পরিবর্তিত বাজার ব্যবস্থার সুযোগ কাজে লাগাতে নতুন প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।

বিশ্বব্যাংকের রিপোর্ট

সকালের খবর

Date:03-05-2016 Page: 01, Col 1 Size: 18 Col*Inc

বিশ্বব্যাংক প্রতিবেদন

পোশাকশিল্পে রফতানি বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বিশ্বের তৈরি পোশাক বাজারের ৪১ শতাংশ চীনের দখলে। কিন্তু **দেশটিতে ক্রমাগত শ্রমের মজুরি** বাড়ায় চীনের উদ্যোক্তারা সুবিধাজনক বিনিয়োগের স্থান সন্ধান করছে। একই সঙ্গে চীনে তৈরি পোশাকের এক শতাংশ দাম বাড়লে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের পোশাকের ১ দশমিক ৩৬ শতাংশ চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। এতে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের পোশাক খাতের রফতানি বাড়ানোর ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। এ সম্ভাবনা কাজে লাগাতে নীতি-কৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে শ্রমিকদের নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও অধিকার নিশ্চিত এবং রফতানি বাজার বহুমুখীকরণ করতে হবে।

এরপর পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ১

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বিশ্বব্যাংক প্রকাশিত 'স্টিসেজ টু রিসেচ : অ্যাপারেল এমপ্লয়মেন্ট, ট্রেড অ্যান্ড ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

বিশ্বব্যাংক বলেছে, উন্নত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে পারলে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে আরও বিপুলসংখ্যক কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। তৈরি পোশাক উৎপাদন এক শতাংশ বাড়লে দেশে শূন্য দশমিক ৩ থেকে ৪ শতাংশ কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের জন্য তৈরি করা চীনা পোশাকের দাম ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পায় ৪ দশমিক ২২ শতাংশ। প্রতিবেদনে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের অপার সম্ভাবনা কাজে লাগাতে তিনটি বিষয়ের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। এগুলো হল—শ্রমিক ও মধ্যবর্তী ব্যবস্থাপকদের দক্ষতা উন্নয়ন, কারখানার অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সামাজিক ও পরিবেশগত কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা।

গতকাল ঢাকার আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) সম্মেলন কক্ষে বিশ্বব্যাংক ও বিআইডিএস যৌথভাবে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে। এ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভার প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমান। বিআইডিএস মহাপরিচালক ড. কেএম মুর্শিদের সঞ্চালনায় এতে আরও উপস্থিত ছিলেন বিশ্বব্যাংকের আবাসিক প্রতিনিধি চিমিয়াও ফান, তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান, বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান। অনুষ্ঠানে বিশ্বব্যাংক দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের লিড ইকোনমিস্ট গ্লাডিস লোপেজ-একিভিডো মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চীনের পরে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার চার দেশের মধ্য সর্বোচ্চ তৈরি পোশাক রফতানিকারক দেশ। এশিয়ায় চীন একক হিসেবে ৪১ শতাংশ তৈরি পোশাক রফতানি করে থাকে। এর পরের অবস্থান বাংলাদেশের ৬ দশমিক ৪ শতাংশ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. মসিউর রহমান বলেন, কেবল নিম্ন মজুরির ওপর নির্ভরশীল হয়ে তৈরি পোশাক খাত টেকসই করা ঠিক হবে না। নিম্ন মজুরি হল সাময়িক সুবিধা। দুই থেকে তিন বছর পর বিশ্ববাজারে টিকতে হলে অন্য বিষয়গুলোও ভাবতে হবে। দক্ষ শ্রমশক্তি তৈরির দিকে নজর দিতে হবে। তিনি তৈরি পোশাক খাতের উদ্যোক্তাদের জন্য ঋণ সহজীকরণসহ বন্ড সুবিধা বাড়ানোর পক্ষে মত দেন।

বিশ্বব্যাংকের আবাসিক কার্যালয়ের প্রধান চিমিয়াও ফান বলেন, বাংলাদেশ প্রতিবছর ২০ লাখ লোক শ্রমবাজারে আসছে। তাদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা চ্যালেঞ্জের বিষয়। তবে পোশাক খাতে কর্মসংস্থান বাড়ানোর ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। নারী শ্রমশক্তির একটি বড় অংশ তৈরি পোশাক খাতের সঙ্গে যুক্ত। নারীর ক্ষমতায়নে পোশাকের দাম বৃদ্ধি বাংলাদেশের জন্য একটি বড় সুযোগ তৈরি করেছে।

ওই প্রতিবেদনের ওপর আলোচনা করতে গিয়ে সিপিডির ড. মোস্তাফিজুর রহমান কারখানার নিরাপত্তা বাড়ানোর পাশাপাশি শ্রমিকের মজুরি বাড়ানোর পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, পণ্যের মূল্য বাড়লে তার কত শতাংশ শ্রমিক পাবে তা ঠিক করা জরুরি। শ্রমমূল্যের সঙ্গে উৎপাদনশীলতা সরাসরি জড়িত। তিনি বলেন, রানা প্লাজা ধসের পর কারখানা নিরাপত্তা বাংলাদেশের সামনে বড় বিষয় হয়ে এসেছে। চীন বিশ্বে পোশাক রফতানি করছে ৪১ শতাংশ, আর বাংলাদেশ মাত্র ছয় শতাংশ বাজার দখল করেছে। এর মধ্যে একটা বড় গ্যাপ রয়েছে। চীনে কমপক্ষে ১০ শতাংশ শ্রমের মজুরি বেড়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে গত ১০ বছরে তিনবার শ্রমিকদের বেতন বেড়েছে; তারপরও কাঙ্ক্ষিত হারে বাড়েনি। ড. মোস্তাফিজ বলেন, বাজার ও পণ্য বহুমুখী করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে দেখা যায়, ভিয়েতনাম মার্কিন বাজারে শূন্য শুল্ক সুবিধা ভোগ করে, যেখানে বাংলাদেশকে ১৫ শতাংশ শূন্য শুল্ক দিয়ে রফতানি করতে হয়। এটা বৈষম্যমূলক।

ড. কেএম মুর্শিদ বলেন, পোশাক খাতে শ্রমিক অধিকার এবং বেতন বৈষম্য নিয়ে আলোচনার সুযোগ রয়েছে। নিরাপত্তা এবং শ্রম অধিকার নিশ্চিত করা বড় চ্যালেঞ্জ। ড. জায়েদ বখত বলেন, বিশ্বব্যাংক বলছে, কারখানায় কর্মপরিবেশ উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে। প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়লে কর্মসংস্থান কীভাবে বাড়বে তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। নারীদের ক্ষমতায়ন সুযোগ রয়েছে এই খাতে। এজন্য বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে নিতে হবে। তবেই মধ্য আয়ের যে স্বপ্ন দেখা হচ্ছে তা অর্জন হবে।